সুন্নি আইন বিশেষজ্ঞগন সাহাবী আলওয়ালিদের এই উদাহরন তুলে ধরে এই পাপীর পেছনে নামাজ পড়াকে বৈধতা দিয়েছেন!!

□ আলী আল-কারী আল হারাযী আল- হানাফী, *শারহে ফিক্ব হ আল আকবার*, এই অধ্যায়ে *'ভাল না ফাসিক লোকের পেছনে নামাজ পড়া বৈধ'*, পৃষ্টা-৯০

□ ইবনে তাইমিয়াহ, *মাজমুহ ফতোয়া*, (রিয়াদ ১৩৮১), খন্ড-৩, পৃঃ-২৮১

কিন্ড়'গতস্য শোচনা নাস্ড়ি' নয় কেন ?

আমরা আলওয়ালিদের মত ব্যক্তিদের যে দোষত্র টি তুলে ধরছি- এটা পেছন থেকে আক্রমনের কোন বিকৃত চিন্তা থেকে নয়। বরং মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্য যে, কোন উৎস থেকে তারা ইসলামী মতবাদ ও নবীর সুন্নাত পাচ্ছে? আর এই সতর্কতা এভাবে অর্জিত হতে পারে যে নবী (সঃ) এর সাহবীদের জীবনের দিকে দৃষ্ঠি দিতে হবে এবং তাদের চারিত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নির্নীত হবে তাদের কাজ দ্বারা। তারপরও নবী (সঃ) ইতোমধ্যেই আমাদের সর্তক করেছেন:

□ "আমি নুহরের নিকট তোমদের সামনে দাড়াবো, এবং যে আমার পাশ দিয়ে যাবে তাকে পান করাবো এবং যে এই নহর থেকে পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এমন লোক আমার কাছে আনবে যারা আমাকে চিনবে আমিও তাদেরকে চিনব। কিন্ত তারা আমার থেকে দূরে থাকবে। তখন আমি বলব, তারা আমার সাহাবী এবং উত্তর আসবে আপনি জানেন না তারা আপনার পর কি করেছে। তারপর আমি বলব যারা আমার পর পরিবর্তিত হয়েছে তারা দূর হও।"
[*সহীহ আল বুখারী* (ইংরেজী অনুবাদ) খন্ড-৮, অধ্যায় ৭৬ সংখ্যা ৫৮৫]

সাহাবীদের সম্পর্কে শিয়া মতামত

শিয়ারা নবী (সঃ) এর ঐ সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য সাহাবীদের ভালবাসে যাঁদের প্রশাংসা কুরআনে করা হয়েছে। এই প্রশাংসা অবশ্যই আল ওয়ালিদ বিন উকবাহর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না । যদিও সুন্নী মুসলমাদের মতে তিনি ও একজন সাহাবী এবং এমন সাহাবীগন সুন্নাহ অনুসরনের জন্য মডেল হতে পারেন না। তাই শিয়াগন সকল সাহবীর সত্যতা ও ন্যায় পরায়নাতায় বিশ্বাস করেন না। বরং প্রত্যেক সাহবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করে রাসুলের বানীর সাথে তার সংশিষ্টতা ও রাসুলের হুকুমের প্রতি তার অবিচল নিষ্টা যাচাই করে দেখেন। অবশ্য এমন বহু সাহবী ছিলেন যাদের মধ্যে আছেন আম্মার, মিকদাদ, আবুদার, সালমান, জাবির এবং ইবনে আব্বাস। অবশ্য এদের সংখ্যা এ কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

চতুর্থ শিয়া ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) এর বিনীত প্রার্থানার অংশ বিশেষ তুলে ধরে শেষ করব যেখানে তিনি ঐ মহৎ সাহাবী যাদের প্রতি আলাহ সন্তুষ্ট তাদের প্রশংসা করে প্রার্থনা করেছেন-

"হে আলাহ, মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহবী বিশেষতঃ যাঁরা সাহবী হিসেবে সদাচরন করেছেন, যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন তিনি তার বানী শুনিয়েছেন তাতে যথাযথ সারা দিয়েছেন, তার বানীর সত্যতা প্রমান করার জন্য বন্ধু থেকে, সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তাঁর নবুওয়াতী দাওয়াতকে মজবুত করার জন্য তাঁরা পিতা মাতা ও পুত্রদের বির দ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এবং যাঁরা তাঁর বিজয়ে সাহয্য করেছেন, যাঁরা তাঁর জন্য হেমায়া মমতা পোষণ করেছের। যাঁরা তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছেন, যাঁরা আলাহর রাসুলের জাতকে দৃঢ় করে রাখার কারনে তাঁদের আত্নীয় স্বজনরা তাঁদেরকে ত্যাগ করেছে । আর যাঁরা তাঁর সাথে আত্নীয়তা করায় অন্যান্য আত্নীয়রা তাদের ত্যাগ করেছে, তারপরও তাঁরা তাঁকে ভুলেনি। হে আলাহ যারা তোমার জন্য শুধু তোমার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে হে আলাহ তুমি তাঁদেরকে তোমার উত্তম নিয়ামত দ্বারা সন্তুষ্টকর, তাঁরা তোমার নবীর সাথে থেকে তোমার নবীর পাশে থেকে যত প্রানীকে তোমার দিকে ফিরিয়েছে তাদের জন্য হলেও সকলের প্রতি উত্তম নিয়ামত বর্ষন কর।"
[ইমান জয়নাল আবেদীন, *সহিফা আল কামিলাহ*, (ইংলিশ অনুবাদ লন্ডন ১৯৮৮ পৃঃ ২৭]

বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে আরও বিস্ড়রিত জানার জন্য:
http://al-islam.org/faq/

v1.1

"হে বিশ্বাসীগন! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, সত্য বলে নিশ্চয়তা দেয়, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে আজ্ঞানতা বশত: অন্যের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত না হও।"

(সুরা আল-হুজুরাত আয়াত ৬)

সকল সাহাবা গন কি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন?

শিয়াগন নবী (সঃ) এর ঐ সাহাবীগনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন যাঁরা তাদের জীবদ্দশায় মাহনবী (সঃ) এর শিক্ষাকে অনুসরন করতেন এবং তাঁর ইন্তে কালের পরও তা অনুসরন করতেন। সুন্নী মুসলমানগন মনে করেন যাঁরা নবী (সঃ) কে কয়েক সেকেন্ডের জন্যও দেখেছে তাঁরাও সাহাবী এবং তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। এ ধারনা কুরআন বা ঐতিহাসিক সত্য দ্বারা সমর্থিত নয়। ফলে ঐ দু চিন্তাধারা ব্যাপক পার্থক্যের সৃষ্ঠি করেছে।

সাহাবীর সংজ্ঞা :

বিখ্যাত সুন্নি পন্ডিত ইবনে হাজার আল আসকালানী সাহাবীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, সাহাবী এমন একজন যিনি নবী (সঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেছেন, ইসলাম গ্রহনের পর এবং মৃত্যু পযন্ত ইসলামের উপর দৃঢ় ছিলেন। তিনি তাঁর সংজ্ঞায় নিন্মলিখিত বিষয়াদি সামিল করেছেন।

□ সকল ব্যক্তি যাঁরাই নবী (সঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এই বিষয় নির্বিশেষে যে, তাঁরা দীর্ঘ সময় বা স্বল্প সময় এর জন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন।

□ কে কে নবী (সঃ) নিকট থেকে কৃষ্টি, সংস্কৃতি বহন করেছেন কে কে করেননি।

□ কে কে নবী (সঃ) এর নিকট থেকে যুদ্ধ করেছেন কে কে করেননি।

□ কে কে শুধু নবী (সঃ) কে দেখেছেন কিন্ত তার সাথে মজলিসে বসেননি।

[ইবনে হাজার আল - আসকালানী, *আল-ইসাবাহ ফি তামিজা আল - সাহাবা* , (বইর ত), প্রথম খন্ড, পৃঃ ১০]

সকল সাহাবী কি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন?

আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের সবাই একমত এই বিষয়ে যে, প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়বান ও সত্যবাদী, এবং উম্মতদের মধ্যে তারাই *শ্রেষ্ট উম্মত*। অনেক সুন্নী মুসলমান এরকম বিশ্বাস করতেন।

□ ইবনে হাজার আল - আসকালানী, *আল ইসাবাহ ফি তামিজ আল সাহাবা* , (মিশর), খন্ড-১, পৃঃ ১৭-২২

□ ইবনে অবি হাতিম আল - রাজী, *আল - জার ওয়া আল - তাদিল*, (হায়াদারাবাদ), খন্ড-১, পৃঃ ৭-৯

□ ইবনে আল - আছির, *উজত আল - যাবা ফি মারিফাত আল - সাহাবা*, খন্ড-১, পৃঃ ২-৩

বিপক্ষে সর্বসম্মত প্রমান থাকার কারনে এই মতামত গ্রহন করা কষ্ঠকর। নিন্মলিখিত উদাহরন বিবেচনা কর ন-

□ " আজ - জুবাইর আমাকে বলেছেন যে তিনি একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করেছিলেন একটা ঝর্না নিয়ে যা উভয়ই সেচ কাজে ব্যবহার করতেন এবং যিনি বদর যুদ্ধে আলাহর বার্তা বাহকের সামনে যুদ্ধ করেছেন। আলাহর বার্তাবাহক আজ - জুবাইরকে বলেন, "হে জুবাইর! তোমার বাগানে প্রথমে সেচ কাজ কর, তারপর জলধারা তোমার প্রতিবেশীর নিকট যেতে দাও।" **আনসারী ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, "হে আলাহর বার্তাবাহক! এ কারনে যে তিনি আপনার জ্ঞাতি ভাই?"** তখন আলাহর নবীর চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে গেল (রাগে) এবং বললেন (জুবাইরকে) তোমার বাগানে জল দাও এবং তারপর ইহা দেওয়াল অবধি গেলে ধরে রাখ (চারপাশে উচু আল দিয়ে)। সুতরাং আল-াহর নবী যুবাইরকে তার পূর্ন অধিকার দান করলেন। কিন্ত তার আগে জুবাইর ও আনসারী উভয়ের পারস্পারিক উপকার হয় এমন উদার বিচার করেছিলেন। কিন্ত আনসারী যখন আলাহর নবীকে বিরক্ত করলেন তখন সুস্পস্ট বিধানের আলোকে জুবাইরকে পূর্ন অধিকার দিলেন। জুবাইর বললেন, আলাহর শপথ! আমার মনে হয় উক্ত বিষয়ে নিন্মলিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে- *"অতএব তোমার পালান কর্তার শপথ, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষন না তাদের মাধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে।"*(৪:৬৫) "

[*সহীহ আল বুখারী* , (ইংরেজী অনুবাদ), খন্ড-৩, অধ্যায়-৪৯, সংখ্যা-৮৭১]

সুন্নী মতবাদ অনুসারে নবী (সঃ) এর এই সাহাবীকে ও নিন্দা করা যাবে না এবং তাকে ও সুন্নার বর্ননাকারী বা অনুসরনকারী মানতে হবে। এবং তার কাজকর্ম আর্দশ হিসাবে আমাদেরও অনুসরন করতে হবে। আসল সত্য এই যে, এই সাহাবী শুধু নবী (সঃ) এর বিচারকে গ্রহন করতেই অস্বীকার করেননি বরং তাঁকে দুঃখ ও দিয়েছেন যে জন্য আলাহ কুরাআনের আয়াত নাযিল করেছেন।

দূর্ভাগ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে এমন বহুলোকদের উদাহরন আছে যারা সুন্নী মতাবাদ অনুসারে সাহাবী কিন্তু তাঁদের আচরন ছিল অনৈসলামিক। তাঁরা এই আচরন দেখিয়েছে রাসুল (স:) এর ইন্তেকালের পর এমনকি জীবদ্দাশায় এমনকি উভয় সময়কালেই!

আল-ওয়ালিদ বিন উক্বাহ:

ফাসিক ও ঈমানদার এক হতে পারে? তারা সমান নয়

(কুরআন: সুরাহ আল সাজাদাহ, আয়াত ১৮)

নেতৃস্থানীয় সুন্নী ভাষ্যকারগন বলেন যে, এই আয়াত নাযিল হওযার কারন হচ্ছে একটা বিশেষ ঘটনা যেখানে এই শব্দ "বিশ্বাসী" বলতে ঈমাম আলী বিন আবু তালিব এবং ফাসিক বলতে নবী (সঃ) এর একজন তথাকথিত সাহাবী **আল ওয়ালিদ বিন উকবাহ বিন আবু মুয়িত** কে বুঝানো হয়েছে।

□ আল-কুরতুবী, *তাফসীর*, (মিশর, ১৯৪৭), খন্ড- ১৪, পৃঃ-১০৫

□ আল-তাবারী, *তাফসীর জামি*, আলবায়ান, এই আয়াতের টীকা প্রসঙ্গে

□ আল-ওয়াহিদি, *আসবাব আল-নুজুল*, (দার আল- দিয়ান লি-তুরাথ সংস্করণ), পৃঃ-২৯১

আমরা ইতোমধ্যে কুরআনের আয়াতে দেখিছি যে ফাসিক কিছু বললে তা নির্বিচারে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন:

" হে বিশ্বাসীগন! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, সত্য বলে নিশ্চয়তা দেয়, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে আজ্ঞানতা বশত: অন্যের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত না হও।

[সুরা আল-হুজুরাত আয়াত ৬]

খুবই মজার ব্যাপার যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য একটি ঘটনার ইঙ্গিত দেয় যেখানে ঠিক এই ওয়ালিদ একটি বিষয় সম্পর্কে অসত্য কথা বলেছিলেন, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতে তাকে ফাসিক আখ্যায়িত করা হয় ও এই আয়াত নাযিল হয়।

□ ইবনে কাছির, *তাফসীর কুরআন আল আজিম*, (বইর ত ১৯৮৭) খন্ড-৪, পৃ-২২৪

□ আল কুরতরী, *তাফসীর*, (মিশর, ১৯৪৭) খন্ড ১৬, পৃঃ-৩১১

□ আল সুউতি এবং আল মাহালী, *তাফসীর আল জালালাইন*, (মিশর, ১৯৪২) খন্ড-১, পৃঃ ১৮৫

□ আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস, *তাফসীর সুরা আল হুজুরাত*, (রিয়াদ) পৃঃ ৬২-৬৩

আমিনা বিলাল ফিলিপস বলেন, "সন্দেহ জনক চরিত্রের লোকজন যখন কোন তথ্য নিয়ে আসে তখন তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাদের সত্যতা এখনও প্রমানিত হয়নি বা যারা পাপী হিসাবে পরিচিত।" **তবুও আমরা সুন্নি হাদীসে দেখতে পাই আল ওয়ালিদের বর্ননায় বহু হাদীস রয়েছে!** উদাহরন স্বরূপ দেখুন:

□ আবু দাউদ, *সুনান*, (১৯৭৩), *কিতাব আল তারাজ্জুল বাব ফিল খুলুক লির রিজাল*, খন্ড ৪ পৃঃ-৪০৪ হাদীস নম্বর ৪১৮১

□ আহমদ বিন হাম্বল, *আল মসনদ, আউয়াল মসনদ আল মাদানিয়্যান আজমাইন*, হাদীস ১৫৭৮৪

আলওয়ালিদের ধূর্ততা মহানবী (স:) এর সময়ই শেষ হয়নি। তিনি উসমান কর্তৃক কুফার শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। সেখানে ও তার ফাসেকী চলছিল। **একবার তিনি ফজরের নামাজ মদ্যপান অবস্থায় পড়িয়েছিলেন এবং দু' রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়িয়েছিলেন।** ফলে উসমানের নির্দেশে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়। এই ঘটনা বহু উৎস থেকে বহুবার বর্নিত হয়েছে, নিন্মে কয়েকটি উদাহরন দেওয়া হলো-

□ *সহীহ আল বুখারী* (ইংরেজী ভার্সন), খন্ড-৫, আধ্যায় ৫৭, সংখ্যা-৪৫; খন্ড-৫, আধ্যায় ৫৮, সংখ্যা- ২১২

□ আল তাবারী, *তা'রিখ-* (ইংরেজী অনুবাদ: *আলতবেরীর ইতিহাস, প্রথম যুগের খিলফতের সংকট*), খন্ড-১৫, পৃ: ১২০